জাহান্নাম সিরিজ-৩

জাহিমجَحِيم

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ জাহিম(جَحِيم)অর্থ প্রজ্জ্বলিত আগুন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বাকারা

১) জাহিমের অধিবাসীদের ব্যপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১১৯

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۙ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে (সতর্ককারী রূপে)প্রেরণ করেছি এবং তুমি দোযখবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মায়েদা

২)আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে এবং প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াত, তারা হবে জাহিমের অধিবাসী।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ ১০

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

পক্ষান্তরে যারা কুফরি করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।

৩) অন্যদিকে যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহকে, তারা হবে জাহিমের অধিবাসী।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ ৮৬

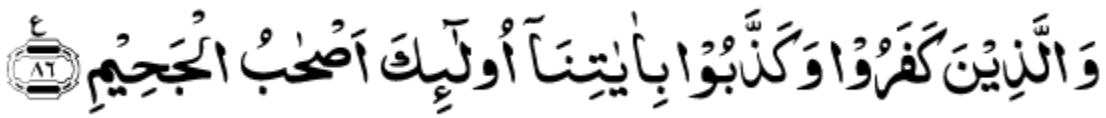

আর যারা কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাওবা

৪)নকটাত্মীয় হলেও মুষরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্যে সঙ্গত নয়। যখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা হবে জাহিমের অধিবাসী।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ১১৩

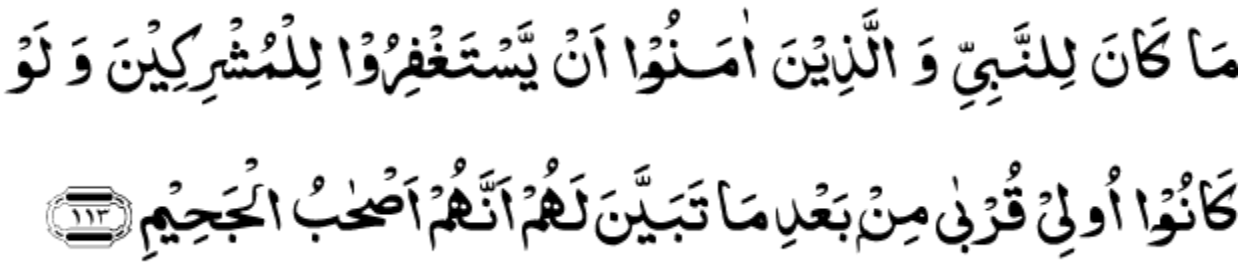

নবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্যে জায়েয নয় যে, তারা মুষরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

৫) আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে তারা হবে জাহিমের অধিবাসী।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৫১

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শোয়ারা

৬)আর বিভ্রান্তদের জন্যে খুলে দেয়া হবে জাহিম।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ ৯১

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাফফাত

৭) তাদের(কাফিরদের)পরিচালিত করো জাহিমের দিকে

সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ ২২,২৩

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾

(ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ)একত্রিত কর যালিম ও তার সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করতো–

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾

আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের পথে

৮) এবং তাকে দেখতে পাবে জাহিমের মাঝ বরাবর।

সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

يَقُوْلُ اَىِٕنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫২)সে বলতোঃ তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত(যে,)?

৫৩)আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও হাড্ডিতে পরিণত হবো তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?

৫৪) সে বলবেঃ তোমরা কি (তাকে উঁকি মেরে) দেখতে চাও?

৫৫)তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৯)সেটি এমন একটি গাছ(জাক্কুম), যা উৎপন্ন হবে জাহিমের তলদেশ থেকে।

সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾

فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾

৬২)আপ্যায়নের জন্যে কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না যাক্কুম বৃক্ষ?

৬৩)অবশ্যই যালিমদের জন্যে আমি এটা তৈরী করেছি পরীক্ষা স্বরূপ

৬৪)এই বৃক্ষ বের হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।

৬৫)ওটার কলিগুলো যেন শয়তানের মাথা।

৬৬) এটা হতে তারা নিশ্চয়ই আহার করবে?

৬৭)তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।

৬৮) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে।

১০)কেবল জাহিমে প্রবেশকারীকে ছাড়া।

সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ ১৬২, ১৬৩

مَآ اَنۡتُمۡ عَلَيۡهِ بِفٰتِنِيۡنَ ۙ﴿۱۶۲﴾

اِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ الۡجَحِيۡمِ ﴿۱۶۳﴾

১৬২)তোমরা কেউই আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

১৬৩)শুধু জাহান্নামে প্রবেশকারী ব্যতীত

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মু'মিন/গাফির

১১) আর তুমি (আল্লাহ)তাদের (মু'মিনদের)রক্ষা কর জাহিমের আযাব থেকে।

সুরা ৪০ মু'মিন, আয়াতঃ ৭

اَلَّذِيۡنَ يَحۡمِلُوۡنَ الۡعَرۡشَ وَ مَنۡ حَوۡلَهٗ يُسَبِّحُوۡنَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَ
يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۚ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ
شَىۡءٍ رَّحۡمَةً وَّ عِلۡمًا فَاغۡفِرۡ لِلَّذِيۡنَ تَابُوۡا وَ اتَّبَعُوۡا سَبِيۡلَكَ وَ
قِهِمۡ عَذَابَ الۡجَحِيۡمِ ﴿۷﴾

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থণা করে (বলেঃ)হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি সকল কিছুকেই (আপনার) রহমত ও জ্ঞান দ্বারা যারা তাওবা করে আপনার

পথের অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুণ এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি রক্ষা থেকে করুণ!

ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আদ্ দুখান

১২) (বলা হবে) ওকে পাকড়াও করো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহিমের মাঝখানে।

সুরা ৪৪ আদ্ দুখান, আয়াতঃ ৪৭

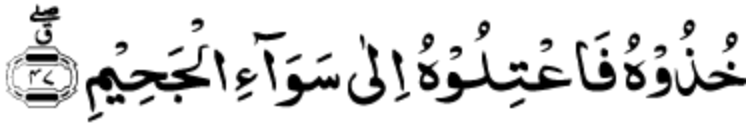

(বলা হবে)তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।

১৩)এবং তাদের(মুমিনদের)রক্ষা করা হবে জাহিমের আযাব থেকে।

সুরা ৪৪ আদ্ দুখান, আয়াতঃ ৫৬

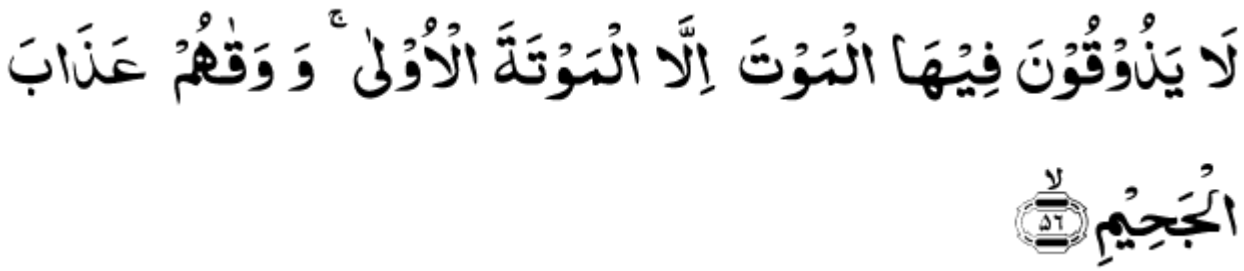

প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন–

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আত্ তুর

১৪)এবং তাদের প্রভু তাদের (মুমিনদের) রক্ষা করবেন জাহিমের আযাব থেকে।

সুরা ৫২ আত্ তূর, আয়াতঃ ১৮

فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবেন এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের আযাব হতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ওয়াকিয়া

১৫) আর জাহিমের দহন।

সুরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৯২, ৯৩, ৯৪

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯২। কিন্তু সে যদি মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় ,

৯৩। তবে রয়েছে আপ্যায়ন টগবগে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

৯৪। এবং দহণ জাহান্নামের।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাদিদ

১৬) তারাই হবে জাহিমের অধিবাসী।

সুরা ৫৭ আল হাদিদ, আয়াতঃ ১৯

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَ
الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের(সঃ) এর প্রতি ঈমান আনে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্যনিষ্ঠ সাক্ষী। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরষ্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরি করেছে ও আমার নিদর্শণাবলী অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাক্কাহ

১৭) তারপর নিক্ষেপ করো জাহিমে।

সুরা ৬৯ আল হাক্কাহ, আয়াতঃ ৩০, ৩১

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾

৩০) তাকে ধর। অতঃপর তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও।

৩১) অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুয্যাম্মিল

১৮) জেনে রাখো আমার কাছে রয়েছে শিকল আর জাহিম।

সুরা ৭৩ আল মুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ১২

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا ﴿١٢﴾

আমার নিকট আছে শক্ত বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন্ নাযিয়াত

১৯) এবং যেদিন দর্শকদের সামনে খুলে ধরা হবে জাহিম।

সুরা ৭৯ আন্ নাযিয়াত, আয়াতঃ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে যে দেখবে তার জন্যে।

৩৭) অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করেছে,

৩৮) এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে,

৩৯) নিশ্চয়ই জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাকভীর

২০) যখন(বিচারের দিন) প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে জাহিম।

সুরা ৮১ আত্ তাকভীর, আয়াতঃ ১২

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনফিতার

২১) আর সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহিমে।

সুরা ৮২ আল ইনফিতার, আয়াতঃ ১৪

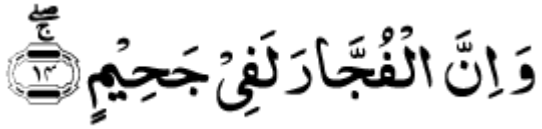

এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুতাফ্‌ফিফীন

২২) তারপর তারা অবশ্যই প্রবেশ করবে জাহিমে

সুরা ৮৩ আল মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াতঃ ১৬

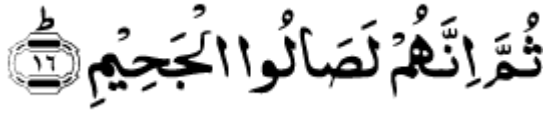

নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাকাসুর

২৩) তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে জাহিম।

সুরা ১০২ আত্ তাকাসুর, আয়াতঃ ৬

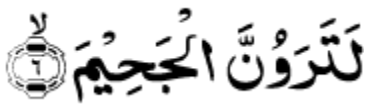

তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আমাদের ঈমান দৃঢ় করি, আ'মলে সালেহ করি, আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার দেই, কোরআন হাদীস মোতাবেক জীবন পরিচালিত করি ।সর্বোপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া

করি তিনি যেন অনুগ্রহ করে আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং আমাদেরকে জাহিম(জ্বলন্ত আগুন) থেকে রক্ষা করেন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....